RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - B.A. (General Elective) (CBCS) 2020
Semester - II , Paper - I
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya

Definition of Tal (তালের সংজ্ঞা)

বস্তুত পক্ষে মূল অর্থে **'তাল'** হল একক মাত্রা বিশিষ্ঠ মানুষের দেহস্থিত হৃদস্পন্দন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাল-এর প্রয়োগ হয়েছে মূল অর্থে এবং বিশেষার্থে। গতিবিহীন জীবন যেমন সম্ভব নয় তেমনি গতিবিহীন সঙ্গীতও সম্পূর্ণ অবাস্তব। 'মাত্রা' গতিবাচক, আবার গতির নির্ধারকও বটে। অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ উভয়বিধ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মাত্রা-র মৌলিক অবস্থান রয়েছে। নিবদ্ধ-এ নির্দিষ্ট সংখক মাত্রা-র নির্দিষ্ট নিয়ম বন্ধন রয়েছে, যা নিবদ্ধ-এর তালগুলির গঠন ও চলন বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছে। অনিবদ্ধ-এর স্বাভাবিক ভাবেই মাত্রা আছে কিন্তু নিবদ্ধ-এর অনুরূপ নিয়ম বন্ধন নেই তাই তা অনিবদ্ধ। অর্থাৎ নিবদ্ধ-এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা বিভাগের মাধ্যমে 'লয়' বিশেষ বা গতি বিশেষকে নিশ্চিত ছন্দ ও ব্যাপ্তির বন্ধনে আবদ্ধ করে 'তাল'-এর সৃষ্টি করা হয়েছে - যা নির্দিষ্ট মাত্রা থেকে শুরু হয় এবং আবর্তন ক্রিয়ার শেষে ঐ মাত্রাতে সমাপ্ত হয়। এই শুরু এবং সমাপ্তির মাত্রাটি 'সম' নামে পরিচিত। অর্থাৎ, এক কথায় নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা বিভাগ দ্বারা বন্ধন করার মাধ্যমে যে নির্দিষ্ট সীমা যুক্ত গতিছন্দ (আঘাত/অনাঘাত/বিশ্রান্তি সহ) সৃষ্টি করা হয় - নিবদ্ধ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাকেই **'তাল'** বলা হয়ে থাকে।

Origin of Tala (তালের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদ)

তালের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রধান দুটি মতবাদ প্রচলিত - পৌরাণিক মতবাদ ও প্রাকৃতিক মতবাদ। ভারতীয় চিন্তানায়কদের মতবাদগুলি পৌরাণিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শৈবপুরাণ অনুসারে শিব-ই হলেন সঙ্গীতের নানাবিধ উপকরণের মূল স্রষ্টা। ত্রিপুরাশূর বধের পর দেবলোকে আনন্দ উৎসবে মহাদেব স্বয়ং নৃত্য করেন, সে নৃত্যের নাম 'তান্ডব' আর মহাদেবের পত্নী এই উপলক্ষ্যে যে নৃত্য করেন তার নাম 'লাস্য'। এই উভয় প্রকার নৃত্যের মধ্যে ব্যবহারিক সময়ের একটি সুনির্দিষ্ট আয়তন নিয়মিত ছন্দ রক্ষা করে শৃঙ্খলা আনতে সমর্থ হয়েছিল বলে সেই সময়ের আয়তনকেই তাল বলা হয়। কথিত আছে তান্ডবের 'তা' অর্থাৎ প্রথম অক্ষর এবং লস্যের প্রথম বর্ণ 'ল' সংযুক্ত করে তাল শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে।

আন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে দ্বিতীয় মতবাদটি গড়ে ওঠে। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস অনুসারে রাধা ও কৃষ্ণ যখন সখীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে রাসস্থলিতে নৃত্য শুরু করেছিলেন তখনই তালের সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও এই ধারণাগুলি কতদূর যুক্তিসঙ্গত তা গবেষণার বিচার্য বিষয়। কারণ উক্ত রাসস্থলিতে রাধারানি ও কৃষ্ণচন্দ্র পরস্পরকে নৃত্য প্রতিযোগিতায় আহ্বান জানায়। সেখানে রাধারানি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন -

"উদ্ভট তালে যদি হারো বনমালী
চূড়া বাঁশী কেড়ে নিব দিব করতালি ।।"

এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন - 'ধণু অঙ্গেঁর মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী ।।'

প্রশ্ন জাগে যদি উভয়েরই ছন্দ বা তাল বা নৃত্য সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকত তাহলে তাদের কথা অনুসারে উদ্ভট কিংবা বিষমসঙ্কট তালের বিষয়টি উত্থাপিত হত না।

খ্রীষ্টিয় সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নারদ কতৃক রচিত হয় 'সঙ্গীত মকরন্দ' গ্রন্থটি। তাঁর মতে মহাদেবের পঞ্চমুখ থেকে আগম-নিগমাদি শাস্ত্র যখন প্রকাশিত হয় তখন পাঁচটি বিভিন্ন তালের উৎপত্তি হয়। এই তালগুলি হল - চাচপুট, চর্চৎপুট, ষট্পিতাপুত্রক, সম্পকেষ্টক, উদ্ঘটক। এই

তালগুলি মার্গ তালের পর্যায়ভুক্ত বলে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যদিকে 'সঙ্গীত চুড়ামণি' গ্রন্থের লেখক অগদেশ মল্ল বলেছেন তাল শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠা বা সম্বন্ধ করা। অর্থাৎ ধাতুকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংবদ্ধ করারই অপর নাম তাল।

তালের উৎপত্তি সম্পর্কে একদিকে যেমন নানা পৌরাণিক ব্যাখ্যা ও মতবাদ গড়ে উঠেছে তেমনই অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে প্রাকৃতিক মতবাদ। বৈজ্ঞানিকদের মতে তাদের মৌলিক বিষয় হল ছন্দ এবং এই ছন্দ বিষয়টি প্রকৃতির নিয়ম অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ প্রতি ক্ষেত্রেই একটা সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলা - একটা নির্দিষ্ট ছন্দের নিয়মতান্ত্রিকতা রয়েছে। এইটিই প্রাকৃতিক তাল। এবং বৈজ্ঞানিকদের মতে এই ছন্দের মূলে আছে মানবের দেহস্থিত হৃদ স্পন্দন। এই ছন্দ-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ সকল সৃষ্টি কার্য্য করে থাকে। এই প্রতিক্রিয়াই সঙ্গীতের তাল সৃষ্টির অন্যতম কারণ বলে তারা উল্লেখ করে থাকেন। কাজেই তালের মূল উৎস রয়েছে প্রকৃতির ছন্দবদ্ধতায়।

**To be continued in the next set.